Client: LIRNE ASIA	**Headline:** **Real potential for m-money in Bangladesh identified**
Publication: Financial Express	**Position:** Page - 16,Column 1 to 3
Language: English	**Colour/B&W:** B & W
Date: 31-03-2010	**Size:** Column 3 x 5.5 Inches

The Financial Express

Real potential for m-money in Bangladesh identified

FE Report

Contrary to the popular notion that says only the big businesses benefit from mobile money, the true potential in Bangladesh lies among the poor, research LIRNEasia, an Asia Pacific think tank on telecom policy and regulation revealed in the city recently.

Dr. Erwin Alampay, who led this research component, said this potential can be largely attributed to the innovations by telecom operators like Grameenphone (GP).

As GP is well known for introducing banking through micro-financing to the poor and have also redefined the mobile usage among poor through the 'phone ladies', this m-money can be an effectively implemented by them, he said.

"By merging the banking and mobile technologies they (GP) are ready to offer mobile payment schemes which Bangladesh poor are certain to benefit from," he added.

According to the conducted survey, only two per cent surveyed individuals claimed to be satisfied with their current mode of sending. At present, bank drafts and wire transfers are still the most preferred means of remittance transactions, since they are the two of the least expensive means.

Given the size of the low income Bangladeshi, and the large number of migrants and the amount and frequency of transactions every month, one can see the great potential of m-money as a value added service for the low income Bangladeshi.

The primary aspect that prevents people from embracing this new mode of transaction has been the awareness and knowledge in using this service.

Like the Philippines, Bangladesh has a large migrant population. In fact, as much as 10 per cent of the low income people in Bangladesh have relatives who are international (external) migrant while another 10 per cent has internal migrant relatives. About 86 per cent of external migrants and 52 per cent of internal Bangladeshi migrants remit back money. On average US$185 is sent at a time, with 59 per cent reporting migrant relatives sending money at least every month or even less.

The research findings also revealed that as many as 43 per cent participants reported having owned a pre-paid mobile phones in their household.

Mobile money is essentially a form of electronic money. Real money is converted into e-money and put into mobile wallets. This mobile currency can then be transferred from one mobile subscriber to another, thereby making funds transfer among individuals, even at a distance, easier

Client: LIRNE ASIA	**Headline:** Real potential for m-money in Bangladesh is among poor
Publication: The Daily Jugantor	**Position:** Page - 11,Column 3 to 5
Language: Bangla	**Colour/B&W:** B & W
Date: 31-03-2010	**Size:** Column 3 x 6 Inches

যুগান্তর

দেশের নিম্নআয়ের জনগোষ্ঠীর জন্য মোবাইল-মানি সেবা ব্যাপক সম্ভাবনাময়

যুগান্তর রিপোর্ট

মোবাইলের মাধ্যমে অর্থ আদান-প্রদান সেবা (মোবাইল-মানি) শুধু বড় ব্যবসার জন্য উপকৃত হবে, এ ধারণাটি বেশ প্রচলিত হলেও প্রকৃত চিত্রটি বিপরীত। বাংলাদেশের নিম্নআয়ের জনগোষ্ঠীর মাঝেই মোবাইল মানির প্রকৃত সম্ভাবনা লুকিয়ে রয়েছে। এশিয়া-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের টেলিযোগাযোগ নীতিমালা এবং নিয়ন্ত্রকবিষয়ক অন্যতম গবেষণা প্রতিষ্ঠান লার্ন এশিয়ার সাম্প্রতিক এক গবেষণায় এ তথ্য প্রকাশিত হয়েছে।

গবেষণা দলের প্রধান ড. এরুইন এলামপের মতে, এদেশের অন্যতম মোবাইল অপারেটর গ্রামীণফোন উদ্ভাবিত বিভিন্ন ধরনের সেবার গ্রহণযোগ্যতা বিচার করে এই সম্ভাবনার বিষয়টি উঠে এসেছে। দরিদ্রদের জন্য ক্ষুদ্রঋণ প্রদানের মাধ্যমে ব্যাংকিং ব্যবস্থা চালুর প্রবর্তক গ্রামীণ 'ফোন লেডিস'-এর মাধ্যমে দরিদ্রদের মোবাইল ব্যবহারকে নতুনভাবে সংজ্ঞায়িত করেছে। এখন ব্যাংকিং এবং মোবাইল প্রযুক্তির সমন্বয়ের মাধ্যমে মোবাইল পেমেন্ট স্কিম চালু করার জন্য প্রস্তুত গ্রামীণ, যা বাংলাদেশের দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে দারুণ উপকৃত করবে।

বিশ্বের অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশের মতো বাংলাদেশের জনগোষ্ঠীর মধ্যে অধিক হারে মোবাইল ব্যবহার শুরু হয়েছে গত দশক থেকে। লার্ন এশিয়ার ৬টি দেশের ওপর পরিচালিত 'টেলিইউজ অ্যাট দ্য বটম অব দ্য পিরামিড' শীর্ষক এই গবেষণায় দেখা গেছে, অংশগ্রহণকারী ৪৩ ভাগ জনগোষ্ঠী তাদের পরিবারের জন্য একটি প্রিপেইড মোবাইল সংযোগ ব্যবহার করে।

বাংলাদেশের স্বল্প আয়ের জনগোষ্ঠীর (বটম অব দ্য পিরামিড-বিওপি) অধিকাংশ প্রি-পেইড মোবাইল ব্যবহারকারী ইলেকট্রনিক রিচার্জের সাহায্যে মোবাইলের ব্যালেন্স রির্চাজ করে থাকেন। বিওপি এর ৯৬ শতাংশই এই পদ্ধতিতে রিচার্জ করেন। যেখানে টপ আপের মাধ্যমে অ্যাকাউন্ট রিচার্জ করেন ৪১ শতাংশ। এই সংখ্যা ইলেকট্রনিক রিচার্জের প্রতি তাদের অগাধ আস্থারই প্রমাণ দেয়। আর এই আস্থাকে বাংলাদেশের মোবাইল মানির সেবার ক্ষেত্রেও সুযোগ হিসেবে কাজে লাগানো যেতে পারে বলে অভিমত দেন ড. অ্যালামপি। তিনি এই মোবাইল মানি ব্যবস্থা নিয়ে ফিলিপাইনে দীর্ঘদিন গবেষণা করেছেন। তার মতে, বাংলাদেশ ফিলিপাইনের অভিজ্ঞতা কাজে লাগাতে পারে, কেননা ফিলিপাইনের জনগণ দীর্ঘ পাঁচ বছরেরও বেশি সময় ধরে মোবাইল মানি সেবা ব্যবহার করছেন। মোবাইলের নানাবিধ অ্যাপ্লিকেশন ব্যবহারের দিক থেকে ফিলিপাইন নেতৃস্থানীয়, যেখানে এসএমএস ব্যবহারের মাধ্যমে এ ধরনের অ্যাপ্লিকেশন ব্যবহার শুরু হয়েছিল। এশিয়ার বিভিন্ন প্রতিবেশী দেশগুলোতে মোবাইল মানি সেবা চালু হলেও এই সেবাটি এখনও এতটা পরিচিতি পায়নি।

মোবাইল মানি বা এম-মানি হচ্ছে ইলেকট্রনিক মানির একটি রূপ। সত্যিকারের অর্থ প্রথমে ইলেকট্রনিক অর্থে পরিণত হয় এবং পরে তা মোবাইল ওয়ালেটে রাখা হয়। এরপর এই অর্থ এক মোবাইল গ্রাহকের কাছ থেকে কাছে বা দূরের অন্য মোবাইল গ্রাহকের কাছে স্থানান্তর করা হয়। এমনকি এই পদ্ধতিতে প্রয়োজনে এক দেশ থেকে অন্য দেশে টাকা স্থানান্তর করা যায়। সেক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় ব্যাংককে বিষয়টি নিয়ন্ত্রণে আরো সক্রিয় হতে হয়।

ফিলিপাইনে দুই ধরনের এম-মানি সেবা চালু আছে— 'স্মার্ট মানি' এবং 'জি ক্যাশ'। সেবা দুটি ফিলিপাইনের নেতৃস্থানীয় দুটি টেলিকম অপারেটর যথাক্রমে স্মার্ট এবং গ্লোবালের অনন্য সেবা। এই ই-মানি খুচরা ক্রয়ে, ইউটিলিটি বিল প্রদানে এবং এক গ্রাহক থেকে অন্য গ্রাহকের মোবাইলে স্থানান্তরে ব্যবহার করা হয়। আরও সুনির্দিষ্ট করে বললে এম-মানি ব্যবহারের অসাধারণ সুযোগটি হল আন্তর্জাতিক রেমিটেন্স স্থানান্তরে এর ব্যবহার। ফিলিপাইনের অভিজ্ঞতা থেকে দেখা যায়, এম-মানির মাধ্যমে ২০ মার্কিন ডলার রেমিটেন্সের স্থানান্তরে ৬ শতাংশ স্থানান্তর ফি সাশ্রয় করা সম্ভব। ফিলিপাইনের মতো বাংলাদেশেরও বিশাল সংখ্যক অভিবাসী জনগোষ্ঠী রয়েছে। প্রকৃতপক্ষে বিওপিতে অবস্থানকারী ১০ শতাংশ জনগোষ্ঠীর পরিবারের সদস্য প্রবাসে অবস্থান করেন। ছাড়াও ১০ শতাংশ জনগোষ্ঠীর সদস্য নিজ জেলার বাইরে অবস্থান করেন। এসব জনগোষ্ঠীর মধ্যে ৮৬ শতাংশ আন্তর্জাতিক অভিবাসী এবং ৫২ শতাংশ স্থানীয় অভিবাসী রেমিটেন্স প্রেরণ করে থাকেন। এসব অভিবাসী গড়ে প্রায় ১৮৫ মার্কিন ডলার প্রেরণ করে থাকেন, যার মধ্যে ৫৯ শতাংশই প্রতি মাসে একবার কিংবা তার চেয়েও কম সময়ে এই অর্থ প্রেরণ করে থাকেন। লার্ন এশিয়ার এই গবেষণায় দেখা গেছে, এসব জনগোষ্ঠীর মাত্র দুই শতাংশ অর্থ স্থানান্তরের বর্তমান পদ্ধতিগুলো নিয়ে সন্তুষ্ট এবং তারা মোবাইলের মাধ্যমে অর্থ প্রেরণের বিকল্প উপায়ও ব্যবহারে আগ্রহী নন। বর্তমানে অর্থ স্থানান্তরে ব্যাংক ড্রাফট এবং ওয়ার ট্রান্সফার পদ্ধতি দুটিই সবচেয়ে বেশি প্রচলিত। বিওপিতে অবস্থানরত জনগোষ্ঠীর আকার, বিশাল সংখ্যক অভিবাসী জনগোষ্ঠী এবং প্রতি মাসে টাকা পাঠানোর হারকে বিবেচনায় রেখে বাংলাদেশে এম-মানি সেবার ব্যাপক সম্ভাবনা উপলব্ধি করা যায়। বিওপিতে অবস্থানরত এই জনগোষ্ঠীর এম-মানি ব্যবহারের ক্ষেত্রে বড় বাধা হল জ্ঞান এবং সচেতনতা।

এই গবেষণা লার্ন এশিয়ার ২.০ মোবাইল গবেষণার একটি উপাদান, যা মোবাইল হ্যান্ডসেটের 'কথার চেয়ে বেশি কিছু'র উদ্ভাবক। লার্ন এশিয়া এশিয়া প্যাসিফিক অঞ্চলে আইসিটি পলিসি এবং রেগুলেশনের সক্রিয় থিংক ট্যাংক প্রতিষ্ঠান। এর লক্ষ্য আইসিটি নীতি সংক্রান্ত গবেষণার মাধ্যমে বিকাশমান এশিয়ার মানুষের জন্য সহায়ক নীতিমালা ও অবকাঠামো তৈরিতে ভূমিকা রাখা।

Client: LIRNE ASIA	**Headline:** Real potential for m-money in Bangladesh is among poor
Publication: Jaijaidin	**Position:** Page - 5,Column 2 to 5
Language: Bangla	**Colour/B&W:** Colour
Date: 31-03-2010	**Size:** Column 4 x 7 Inches

যায়যায়দিন

নিম্ন আয়ের জনগোষ্ঠীর সম্ভাবনাময় মোবাইল-মানি সেবা

নিখিল ভদ্র

মোবাইলের মাধ্যমে অর্থ আদান-প্রদান সেবা (মোবাইল-মানি) শুধু বড় ব্যবসার জন্য- এ ধারণা পাল্টে দিয়েছে বাংলাদেশের জনগণ। দেশের নিম্ন আয়ের জনগোষ্ঠীর মাঝেই মোবাইল-মানির ব্যাপক সম্ভাবনা লুকিয়ে রয়েছে। সাম্প্রতিক এক গবেষণায় এ তথ্য বেরিয়ে এসেছে।

এশিয়া-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের টেলিযোগাযোগ নীতিমালা এবং নিয়ন্ত্রক বিষয়ক অন্যতম গবেষণা প্রতিষ্ঠান লার্ন এশিয়া এ গবেষণা পরিচালনা করে। গবেষক দলের প্রধান ড. একরিন এলামপের মতে, এ দেশের অন্যতম মোবাইল অপারেটর গ্রামীণফোন উদ্ভাবিত বিভিন্ন ধরনের সেবার গ্রহণযোগ্যতা বিচার করে এ সম্ভাবনার বিষয়টি উঠে এসেছে। দরিদ্রদের জন্য ক্ষুদ্রঋণ প্রদানের মাধ্যমে ব্যাংকিং ব্যবস্থা চালুর প্রবর্তক গ্রামীণ 'ফোন লেডিস'-এর মাধ্যমে দরিদ্রদের মোবাইল ব্যবহারকে নতুনভাবে সংজ্ঞায়িত করেছে। এখন ব্যাংকিং ও মোবাইল প্রযুক্তির সমন্বয়ের মাধ্যমে মোবাইল পেমেন্ট স্কিম চালুর জন্য প্রস্তুত গ্রামীণ, যা দেশের দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে উপকৃত করবে বলে আশা করা হচ্ছে।

লার্ন এশিয়ার ৬টি দেশের ওপর পরিচালিত 'টেলিইউজ অ্যাট দ্য বটম অফ দ্য পিরামিড' শীর্ষক এ গবেষণায় দেখা গেছে, অংশগ্রহণকারী ৪৩ ভাগ জনগোষ্ঠী তাদের পরিবারের জন্য একটি প্রিপেইড মোবাইল সংযোগ ব্যবহার করে। বিশ্বের অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশের মতো বাংলাদেশের জনগোষ্ঠীর মধ্যে মাত্র এক দশক আগে অধিকহারে মোবাইল ব্যবহার শুরু হয়েছে। দেশের স্বল্প আয়ের জনগোষ্ঠীর (বটম অফ দ্য পিরামিড-বিওপি) অধিকাংশ প্রি-পেইড মোবাইল ব্যবহারকারী ইলেকট্রনিক রিচার্জের সাহায্যে মোবাইলের ব্যালেন্স রিচার্জ করে থাকেন। বিওপি এর ৯৬ শতাংশই এ পদ্ধতিতে রিচার্জ করে। যেখানে টপ আপের মাধ্যমে একাউন্ট রিচার্জ করে ৪১ শতাংশ। এ সংখ্যা ইলেকট্রনিক রিচার্জের প্রতি তাদের অগাধ আস্থারই প্রমাণ দেয়।

জানা গেছে, এ আস্থাকে বাংলাদেশের মোবাইল-মানির-সেবার ক্ষেত্রেও সুযোগ হিসেবে কাজে লাগানো যেতে পারে বলে অভিমত দেন ড. অ্যালামপি। তিনি এ মোবাইল-মানি ব্যবস্থা নিয়ে ফিলিপাইনে দীর্ঘদিন গবেষণা করেছেন। তার মতে, বাংলাদেশ ফিলিপাইনের অভিজ্ঞতা কাজে লাগাতে পারে, কেননা ফিলিপাইনের জনগণ দীর্ঘ পাঁচ বছরেরও বেশি সময় ধরে মোবাইল-মানি সেবা ব্যবহার করছে। মোবাইলের নানাবিধ অ্যাপিকেশন ব্যবহারের দিক থেকে ফিলিপাইন নেতৃস্থানীয়, যেখানে এসএমএস ব্যবহারের মাধ্যমে এ ধরনের অ্যাপিকেশন ব্যবহার শুরু হয়েছিল। এশিয়ার বিভিন্ন প্রতিবেশী দেশগুলো মোবাইল-মানি সেবা চালু হলেও এটি এখনো এতোটা পরিচিতি পায়নি।

মোবাইল-মানি বা এম-মানি হচ্ছে ইলেকট্রনিক মানির একটি রূপ। সত্যিকারের অর্থ প্রথমে ইলেকট্রনিক অর্থে পরিণত হয় এবং পরে তা মোবাইল ওয়ালেটে রাখা হয়। এরপর এ অর্থ এক মোবাইল গ্রাহকের কাছ থেকে কাছে বা দূরের অন্য মোবাইল গ্রাহকের কাছে স্থানান্তর করা হয়। এমনকি এ পদ্ধতিতে প্রয়োজনে এক দেশ থেকে অন্য দেশে টাকা স্থানান্তর করা যায়। সে ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় ব্যাংককে বিষয়টি নিয়ন্ত্রণে আরো সক্রিয় হতে হয়। ফিলিপাইনে দুই ধরনের এম-মানি সেবা চালু আছে 'স্মার্ট মানি' এবং 'জি ক্যাশ'। সেবা দুটি ফিলিপাইনের নেতৃস্থানীয় দুটি টেলিকম অপারেটর যথাক্রমে স্মার্ট এবং গ্লোবালের অনন্য সেবা। এ ই-মানি খুচরা ক্রয়ে, ইউটিলিটি বিল প্রদানে এবং এক গ্রাহক থেকে অন্য গ্রাহকের মোবাইলে স্থানান্তরে ব্যবহার করা হয়। আরো সুনির্দিষ্ট করে বললে এম-মানি ব্যবহারের অসাধারণ সুযোগটি হলো আন্তর্জাতিক রেমিট্যান্স স্থানান্তরে এর ব্যবহার। ফিলিপাইনের অভিজ্ঞতা থেকে দেখা যায়, এম-মানির মাধ্যমে ২০ মার্কিন ডলার রেমিট্যান্সের স্থানান্তরে ৬ শতাংশ স্থানান্তর ফি সাশ্রয় করা সম্ভব। ফিলিপাইনের মতো বাংলাদেশেরও বিশাল সংখ্যক অভিবাসী জনগোষ্ঠী রয়েছে। প্রকৃতপক্ষে বিওপিতে অবস্থানকারী ১০ শতাংশ জনগোষ্ঠীর পরিবারের সদস্য প্রবাসে অবস্থান করেন। ছাড়াও ১০ শতাংশ জনগোষ্ঠীর সদস্য নিজ জেলার বাইরে অবস্থান করে। এসব জনগোষ্ঠীর মধ্যে ৮৬ শতাংশ আন্তর্জাতিক অভিবাসী এবং ৫২ শতাংশ স্থানীয় অভিবাসী রেমিট্যান্স প্রেরণ করে থাকেন। এসব অভিবাসী গড়ে প্রায় ১৮৫ মার্কিন ডলার প্রেরণ করে থাকেন, যার মধ্যে ৫৯ শতাংশই প্রতি মাসে একবার কিংবা তার চেয়েও কম সময়ে এ অর্থ প্রেরণ করে থাকেন।

লার্ন এশিয়ার এ গবেষণায় দেখা গেছে, এসব জনগোষ্ঠীর মাত্র দুই-শতাংশ অর্থ স্থানান্তরের বর্তমান পদ্ধতিগুলো নিয়ে সন্তুষ্ট এবং তারা মোবাইলের মাধ্যমে অর্থ প্রেরণের বিকল্প উপায়ও ব্যবহারে আগ্রহী নন। বর্তমানে অর্থ স্থানান্তরে ব্যাংক ড্রাফট এবং ওয়ার ট্রান্সফার পদ্ধতি দুটিই সবচেয়ে বেশি প্রচলিত। বিওপিতে অবস্থানরত জনগোষ্ঠীর আকার, বিশাল সংখ্যক অভিবাসী জনগোষ্ঠী এবং প্রতি মাসে টাকা পাঠানোর হারকে বিবেচনায় রেখে বাংলাদেশে এম-মানি সেবার ব্যাপক সম্ভাবনা উপলব্ধি করা যায়। বিওপিতে অবস্থানরত এ জনগোষ্ঠীর এম-মানি ব্যবহারের ক্ষেত্রে বড় বাধা হলো জ্ঞান এবং সচেতনতা।

Client: LIRNE ASIA	**Headline:** LIRNE Asia's survey: Real potential for m-money in Bangladesh is among poor
Publication: Naya Diganta	**Position:** Page - 1,Column 1 to 1
Language: Bangla	**Colour/B&W:** B & W
Date: 31-03-2010	**Size:** Column 1 x 18 Inches

নয়া দিগন্ত

লার্ন এশিয়ার প্রতিবেদন

বাংলাদেশে মোবাইল মানি সিস্টেমের সম্ভাবনা

নিজস্ব প্রতিবেদক

বাংলাদেশের নিম্ন আয়ের জনগোষ্ঠীর মধ্যে মোবাইল মানি সিস্টেমের ব্যাপক সম্ভাবনা রয়েছে। এটি হলো মোবাইল ফোনের মাধ্যমে টাকা আদান-প্রদানের একটি পদ্ধতি। দেশে ও দেশের বাইরের দু'দিক থেকেই এর ব্যবহার হতে পারে। অভ্যন্তরীণ অভিবাসী এবং বাইরের অভিবাসী দুই পক্ষই মোবাইল ফোন ব্যবহার করে এ সুবিধা নিতে পারেন। এ জন্য বড় উদাহরণ হলো ফিলিপাইন। দেশটিতে দুটো মোবাইল ফোন অপারেটর এ সেবা দিচ্ছে। এশিয়া-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের টেলিযোগাযোগ নীতিমালা এবং নিয়ন্ত্রকবিষয়ক অন্যতম গবেষণা প্রতিষ্ঠান লার্ন এশিয়ার সাম্প্রতিক এক গবেষণায় মোবাইল মানি নিয়ে সম্ভাবনার কথা তুলে ধরে।

গবেষণা দলের প্রধান ড. এক্রইন অ্যালামপির মতে, এ দেশের অন্যতম মোবাইল অপারেটর গ্রামীণফোন উদ্ভাবিত বিভিন্ন ধরনের সেবার গ্রহণযোগ্যতা বিচার করে এই সম্ভাবনার বিষয়টি উঠে এসেছে। দরিদ্রদের জন্য ক্ষুদ্রঋণ প্রদানের মাধ্যমে ব্যাংকিংব্যবস্থা চালুর প্রবর্তক গ্রামীণ 'ফোন লেডিস'-এর মাধ্যমে ■ *২য় পৃষ্ঠার ১-এর কলামে*

বাংলাদেশে মোবাইল মানি সিস্টেমের

১ম পৃষ্ঠার পর

দরিদ্রদের মোবাইল ব্যবহারকে নতুনভাবে সংজ্ঞায়িত করেছে।

তিনি বলেন, এখন ব্যাংকিং এবং মোবাইল প্রযুক্তির সমন্বয়ের মাধ্যমে মোবাইল পেমেন্ট স্কিম চালু করার জন্য প্রস্তুত গ্রামীণ, যা বাংলাদেশের দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে দারুণ উপকৃত করবে।

বিশ্বের অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশের মতো বাংলাদেশের জনগোষ্ঠীর মধ্যে অধিক হারে মোবাইল ব্যবহার শুরু হয়েছে গত দশক থেকে। লার্ন এশিয়ার ছয়টি দেশের ওপর পরিচালিত 'টেলিইউজ অ্যাট দ্য বটম অব দ্য পিরামিড' শীর্ষক এ গবেষণায় দেখা গেছে, অংশগ্রহণকারী ৪৩ শতাংশ জনগোষ্ঠী তাদের পরিবারের জন্য একটি প্রিপেইড মোবাইল সংযোগ ব্যবহার করে।

বাংলাদেশের স্বল্প আয়ের জনগোষ্ঠীর (বটম অব দ্য পিরামিড-বিওপি) বেশির ভাগ প্রি-পেইড মোবাইল ব্যবহারকারী ইলেকট্রনিক রিচার্জের সাহায্যে মোবাইলে টাকা লোড করে থাকেন। বিওপি'র ৯৬ শতাংশই এই পদ্ধতিতে রিচার্জ করেন। যেখানে টপ আপের মাধ্যমে অ্যাকাউন্ট রিচার্জ করেন ৪১ শতাংশ। এই সংখ্যা ইলেকট্রনিক রিচার্জের প্রতি তাদের অগাধ আস্থারই প্রমাণ দেয়। আর এই আস্থাকে বাংলাদেশের মোবাইল মানির সেবার ক্ষেত্রেও সুযোগ হিসেবে কাজে লাগানো যেতে পারে বলে মত দেন ড. অ্যালামপি।

তিনি এই মোবাইল মানিব্যবস্থা নিয়ে ফিলিপাইনে দীর্ঘদিন গবেষণা করেছেন। তার মতে, বাংলাদেশ ফিলিপাইনের অভিজ্ঞতা কাজে লাগাতে পারে। কারণ ফিলিপাইনের জনগণ দীর্ঘ পাঁচ বছরেরও বেশি সময় ধরে মোবাইল মানি সেবা ব্যবহার করছেন। মোবাইলের নানাবিধ অ্যাপি-কেশন ব্যবহারের দিক থেকে ফিলিপাইন নেতৃস্থানীয়, যেখানে এসএমএস ব্যবহারের মাধ্যমে এ ধরনের অ্যাপি-কেশন ব্যবহার শুরু হয়েছিল। এশিয়ার বিভিন্ন প্রতিবেশী দেশগুলোতে মোবাইল মানি সেবা চালু হলেও এই সেবাটি এখনো এতটা পরিচিতি পায়নি।

মোবাইল মানি বা এম-মানি হচ্ছে ইলেকট্রনিক মানির একটি রূপ। সত্যিকারের অর্থ প্রথমে ইলেকট্রনিক অর্থে পরিণত হয় এবং পরে তা মোবাইল ওয়ালেটে রাখা হয়। এরপর এই অর্থ এক মোবাইল গ্রাহকের কাছ থেকে কাছে বা দূরের অন্য মোবাইল গ্রাহকের কাছে স্থানান্তর করা হয়। এমনকি এই পদ্ধতিতে প্রয়োজনে এক দেশ থেকে অন্য দেশে টাকা স্থানান্তর করা যায়।

ফিলিপাইনে দুই ধরনের এম-মানি সেবা চালু আছে-'স্মার্ট মানি' ও 'জি ক্যাশ'। সেবা দু'টি ফিলিপাইনের নেতৃস্থানীয় দু'টি টেলিকম অপারেটর স্মার্ট এবং গে-বাল দিয়ে থাকে। এই ই-মানি খুচরা ক্রয়ে, ইউটিলিটি বিল প্রদানে এবং এক গ্রাহক থেকে অন্য গ্রাহকের মোবাইলে স্থানান্তরে ব্যবহার করা হয়।

এম-মানি ব্যবহারের সুযোগটি হলো আন্তর্জাতিক রেমিট্যান্স স্থানান্তরে এর ব্যবহার। ফিলিপাইনের অভিজ্ঞতা থেকে দেখা যায়, এম-মানির মাধ্যমে ২০ মার্কিন ডলার রেমিট্যান্সের স্থানান্তরে ৬ শতাংশ স্থানান্তর ফি সাশ্রয় করা সম্ভব।

ফিলিপাইনের মতো বাংলাদেশেরও বিপুলসংখ্যক অভিবাসী জনগোষ্ঠী রয়েছে। প্রকৃতপক্ষে বিওপিতে অবস্থানকারী ১০ শতাংশ জনগোষ্ঠীর পরিবারের সদস্য প্রবাসে অবস্থান করেন। এ ছাড়াও ১০ শতাংশ জনগোষ্ঠীর সদস্য নিজ জেলার বাইরে অবস্থান করে। এসব জনগোষ্ঠীর মধ্যে ৮৬ শতাংশ আন্তর্জাতিক অভিবাসী এবং ৫২ শতাংশ স্থানীয় অভিবাসী রেমিট্যান্স প্রেরণ করে থাকেন। এসব অভিবাসী গড়ে প্রায় ১৮৫ মার্কিন ডলার প্রেরণ করে থাকেন, যার মধ্যে ৫৯ শতাংশই প্রতি মাসে একবার কিংবা তার চেয়েও কম সময়ে এই অর্থ প্রেরণ করে থাকেন।

লার্ন এশিয়ার এক গবেষণায় দেখা গেছে, এসব জনগোষ্ঠীর মাত্র দুই শতাংশ অর্থ স্থানান্তরের বর্তমান পদ্ধতিগুলো নিয়ে সন্তুষ্ট এবং তারা মোবাইলের মাধ্যমে অর্থ প্রেরণের বিকল্প উপায়ও ব্যবহারে আগ্রহী নন। বর্তমানে অর্থ স্থানান্তরে ব্যাংক ড্রাফট এবং ওয়ার ট্রান্সফার পদ্ধতি দু'টিই সবচেয়ে বেশি প্রচলিত।

বিওপিতে অবস্থানরত জনগোষ্ঠীর আকার, বিপুলসংখ্যক অভিবাসী জনগোষ্ঠী এবং প্রতি মাসে টাকা পাঠানোর হারকে বিবেচনায় রেখে বাংলাদেশে এম-মানি সেবার ব্যাপক সম্ভাবনা উপলব্ধি করা যায়। বিওপিতে অবস্থানরত এই জনগোষ্ঠীর এম-মানি ব্যবহারের ক্ষেত্রে বড় বাধা হলো জ্ঞান এবং সচেতনতা।

Client: LIRNE ASIA	**Headline:** LIRNEasia unveils report on potential for m-money in Bangladesh
Publication: C NEWS online	**Position:** Page: , Col.
Language: English	**Colour/B&W:** Colour
Date: 31-03-2010	**Size:**

LIRNEasia unveils report on potential for m-money in Bangladesh

www.lirneasia.net

Contrary to the popular notion that only the big businesses benefit from it, the true potential for mobile money in Bangladesh lies among the poor, reveals a research by LIRNEasia, an Asia Pacific think tank on telecom policy and regulation.

According to Dr. Erwin Alampay of LIRNEasia who led this research component, this potential can be largely attributed to the innovations by telecom operators like Grameen Phone. While Grameen is better known for introducing banking through microfinancing to the poor, they have also redefined the mobile usage among poor through the 'phone ladies'. Now by merging the banking and mobile technologies they are ready to offer mobile payment schemes which Bangladesh poor are certain to benefit from.

Bangladesh poor, like many developing countries, have embraced mobile phones in mass scale within the last decade. According to LIRNEasia's six country 'Teleuse at the Bottom of the Pyramid' study that surveys the teleusage patterns of the poor 43% participants reported having owned a prepaid mobile phones in their household.

Bangladesh mobile users at the Bottom of the Pyramid (BoP) mostly credit their prepaid accounts by electronic reloads. Ninety-six percent of the BOP users do so, followed by Top-ups (41%). This familiarity with e-reload and top-up and e-load indicates their high-trust rating for this method (4.6 in a scale of 1-5, where 5 means high confidence/trust) can be exploited when the second wave of mobile applications such as mobile money is introduced in Bangladesh, says Dr. Alampay, who studied mobile money system in Philippines comprehensively. According to him Bangladesh can learn extensively from Philippines experience which is already over five years old. The Philippines is a leader in many mobile applications, beginning with SMS-use. It is considered the texting capital of the world and its extensive use has been credited by some for overthrowing a president. M-money is an area it is lesser known for, but ahead of many of its Asian neighbors.

Mobile money is essentially a form of electronic money. Real money is converted into e-money, and put into mobile wallets. This mobile currency can then be transferred from one mobile subscriber to another, thereby making funds transfer among individuals, even at a distance, easier. In cases where transfers require cross border transactions, Central banks have become more involved in regulation.

In the Philippines, there are two forms of m-money used, SMART Money and GCash, which are exclusive to the leading telecommunication operators SMART and Globe respectively. It can be used for retail, pay utilities and can be exchanged or transferred from subscriber-to-subscriber. It is this inter-subscriber transfers which makes m-money's applications for development exciting. In particular, there is great interest in tapping the service for international remittances, which can emerge as one of the most popular and exciting uses of mobile money. The Philippines experience has shown that for a USD 20 remittance, as much as 6% in transactions costs can be saved.

Like the Philippines, Bangladesh has a large migrant population. In fact, as much as 10% of the BOP in Bangladesh has relatives who are international (external) migrant while another 10% has internal migrant relatives. Eighty-six per cent of external migrants and 52% of internal Bangladeshi migrants remit back money. On average USD 185 is sent at a time, with 59% reporting migrant relatives sending money at least every month or even less. According to LIRNEasia's teleuse at the BoP survey, of these, only 2% said they were satisfied with their current mode of sending money and as such will not try an alternative service that can be done through mobile phones. At present, bank drafts and wire transfers are still the most preferred means of remittance transactions, since they are the two of the least expensive means.

Given the size of the BOP in Bangladesh, and the large number of migrants and the amount and frequency of transactions every month, one can see the great potential of m-money as a value added service for the BOP. The primary thing that prevents people at the BOP, however, from embracing this, has been the awareness and knowledge in using this service.

This study was a component of Mobile 2.0 study of LIRNEasia, which explored the 'more than voice' applications of the mobile handsets. LIRNEasia is a regional ICT policy and regulation think-tank, active across the Asia Pacific. Its mission is to "improve the lives of the people of the emerging Asia-Pacific by facilitating

their use of ICTs and related infrastructures by catalyzing the reform of laws, policies and regulations to enable those uses through the conduct of policy-relevant research, training and advocacy with emphasis on building in-situ expertise."

-CNEWSVOICE Desk

Designed and Developed By Databiz Inc.

Link: http://www.cnewsvoice.com/DetailsNews.php?sesID=&NewsID=N000004802